তারাখসা দিনে

ড: মদনচন্দ্র করণ

তারাখসা দিনে

ডঃ মদনচন্দ্র করণ

বর্ষবরণ সংখ্যা - ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
প্রকাশক - সবুজ স্বপ্ন

স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং কবির অনুমতি ছাড়া এই ই-বুক এর কোনো অংশেরই কোনোরূপ প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনোরূপ যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে যেমন - যেকোনো ধরনের গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক্স বা অনান্য যেকোনো মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না এবং এই ই-বুক এর কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে না।

এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বিনিময় মূল্য - ১০০ টাকা

উৎসর্গ

নমিতা দেবী গঙ্গোপাধ্যায় (শিক্ষিকা), সুমতি দেবী করণ, অধ্যাপিকা বনানী গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রলেখা করণ এবং বিশ্বের সকল কবিতাপ্রেমী নর-নারীগনকে -

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কবি ডঃ মদনচন্দ্র করণ - জার্মান, ফরাসি, মার্কিন, ব্রিটিশ, সৌদি, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় নানা খ্যাতনামা পুরস্কারে ভূষিত। এমনকি বিশ্ব শান্তি দিবস হতে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ত্রিপুরা BSS Academy পুরস্কার প্রাপ্ত। সুতরাং তার লেখা নিশ্চয় কোনো মূল্যবান সাহিত্যের দিক উন্মোচিত করছে। অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা তিনি রচনা করেছেন। পেশায় একজন সনামধন্য অধ্যাপক। এই কবি - "সবুজ স্বপ্ন" (আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা) অনলাইন পত্রিকার একজন নিয়মিত কলম সঙ্গী। ইনি এই পত্রিকার একজন অন্যতম সম্পদ। সম্পাদক হিসাবে আমি কবির দীর্ঘায়ু ও তার লেখনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। কবিতার ভালোমন্দ বিচার ও বিশ্লেষণ শুধুমাত্র পাঠকেরই।

সূচি পত্র

	পৃষ্ঠা
তারাখসা দিনে	1
স্বপ্ন দেশ	2
বিষন্নতা	3
করমধরম	4
মুখ্যু শোন	5
মিয়া পুরুত সম্বাদ	6
হক কথা	7
প্রাণ পটপটী	8
কিংশুক ফুলের কথা	9
মানিক জোড়	10
দনচন্দ্র	11
শেষের দিনে	12
পস্তানা	13
শ্যাওলা	14
চুকিৎকিত	15
পবন দূত	16
স্বীকার	17
নও রোজ	18
দাহ	19
চলনা যাই	20
চিত্ত বিষাদ	21
কর স্পর্শ	22
মুখপোড়া	23
কথার মূল্য	24
মিছে আশা	25

সূচি পত্র

	পৃষ্ঠা
নিঃসঙ্গতায়	26
অসময়ে	27
ফাঁকা	28
দুঃখের বিষ	29
মনের খাতায়	30
বিরহ	31
চুড়ির ছোঁয়া ...	32
বেলতলা-তে	33
শিশির ঝরা ফুল	34
ব্যর্থ প্রেম	35
সেইরূপ	36
পরজনমে	37
অদিন	38
জিহাদ	39
অন্তর্বাস্প	40
কান্না কুসুম	41
আত্ম গৌরবের ছড়া	42
সু-চেতনা	43
মায়ার বাঁধন	44
বিপ্লব	45
প্রেম	46
বসন্ত সেনা	47
পাগল প্রেমীর কথা	48
লাবণ্য	49
অ যোধ	50

তারাখসা দিনে

গুম্ফ দেখি বুকে ঝড় নিদারুন -
হাজার প্রজাপতির ভিড়ে পরাগ,
সব শুধুই দেহ মন চায়।

সেই দিনগুলি যেন চান্দ ডুবা আন্ধারে
খুদ ভাত পান্তা ভাত নুন লংকা সাথে -

স্তব্ধ, সংগীত হারা নরক প্রায় সময়।

সোনা রোদ্দুর প্রেম সম্পদে ভরে গেল
তব শখের অঞ্চল সমাজে বুক ভরে
কল্পনার কাকস্নান বাস্তব আঙিনায়।

মাথার উপর চিল উড়ে যায়, তারা খসে -

বেনুবন সরুগলি আম জাম ঘাস বন সব
ভালোবেসে থেকে যাই জোনাক আলেয়ায়
কত গান কত ভালোবাসা কত হাসি ছিল
তুমি ভুলে গেলে আমি তব স্মরণ সুখেতে
চুল পাকা দিনে যাপিত কদম্বে নীমতলায়।

স্বপ্ন দেশ

রোজরোজ স্বপ্ন পাবে
নীল আকাশ জমিন ছুপা
পণের লাখ কিম্বা ছয় হাজার।

আকাশে চন্দ্রমা লাখ তারা
কুড়ে ঘরে ভাংসা ছাদ ঘরে
কেউ দিন আনি কেউ বেকার।

জোনাক আলোয় বুকে ব্যথা
বাইবে সুন্দরীরা এসেন্স গন্ধ -

চাষা-ভুষা বেকার খুদ কাতর।

বন্দুক কামান যুদ্ধ বিমান আসে
বালুচরী বেনারসী আরমান স্যুট
বাংকে জমে যখের ভান্ডার।

মহাকাশ থেকে দেখা যায় শুধু
চীনের প্রাচীর আর দেশ উন্নয়ন
নিন্দুক তবু পিছু ছাড়েনা আর।

ফড়িং মথকে খেপিয়ে তুলছে
চাষি বেকার সন্ত্রাস আবোদমন
ধ্যাত মশাই দেশ গরব দরকার।

দেশ এবার হবে এগিয়ে যাবে
গরীব নয় ইস্যু ম্যাজিক শাসন
চাই ধরম যাদু আর বেকার?

বিষন্নতা

খুদালুক পান্তা ভাতের অভাবকে,
জয় করে টিকে আছি মাত্র
গেহ বন্দী বিষন্নতা একলা জীবন।
শংখ চিল ডানা মেলে এধার ওধার,
আকাশের নীল ঠিকানায় সাগর সংগম
তীর হতে নীড় নেই তার বাধা বন্ধন।
সবুজ ধান খেতের হাটু ডোবা জলে।
নিমগ্ন আলতি পাখি বিলগ্ন স্বাধীন
সমাজের সব ঘাসফড়িং বন্ধন ছিড়ুক।
তুমুল একাকী কষ্টের বিত্ত হীন জীবন
মন পবনের নাইয়া ভেসে যাক সাগরে -
দুখ দাগ দুশ্চিন্তা সব বাধাবন্ধন ঘুচক।
মন কুঞ্জে কুঞ্জেওলির মতন নেচে গেয়ে
শেফালি জুহি অপরাজিতা কদম ফুলের
সুঘ্রান পাক চেনা অচেনার ভিড়ে ভিড়ে
আকাশের তারাখসা যেন এজীবন
তুমি আমি সবাই হারিয়ে যাব একদিন
তাই হাসি আনন্দ নিয়ে মানব সাগরে।

করমধরম

দেশখানা এখন হয়েছে
ভেজালের কারখানা
সতীর ছেলে হলেই
শান্তিতে কাজ পাবেনা।
মুখ্যু সাজে দাদা আর
দেয় জ্ঞান দিন রাত
সদা ভয়ে ভয়ে থাক সব।

না হলেই কুপকাত ।
কলুর বলদ অধ্যাপক
চাকরি মিলেচে বহু
তেল নুন ঝাল কেশ
খসিয়ে খসিয়ে
বেতনটা ভোগ করো
অশ্রু জল নিয়ে।

লজিক দেখালে কাটা যাবে
নিশ্চয় তোর মাথাটা
তার চেয়ে মেনে নাও
মহামুখ্যু সব নেতা,
রাষ্ট্র নীতি পড়ে তুমি
বোকা সেজেই থাকবে
কলুর বলদ হয়ে শুধু
মাথাটা নাড়াবে
সব পোস্ট প্রমোশন
উচ্চাকাংখা পুরণ হবে
যদি করিস বিদ্রোহ
বুঝবি খেলাটা
কাটা যাবে মাথা আর
কাটা যাবেরে ডান্ডাটা।

মুখ্যু শোন

এই দেশ এক মস্ত ধাধা
মোল্লা পুরুতে চুক্তি বান্ধা
জাতি বজ্জাতি আর দাংগা
মুল্লা পুরুতের সাংগা
তুই আমি লড়ে মরি মহামুখ্যু
ভারতের হিসেবটা শুধু সূক্ষ।
তার চেয়ে চল ভাই থাকি সব
এক সাথে,
কব্জি ডুবিয়ে খাই একে অন্যের
বিয়েতে।
সাকিলা বা বিমলা দুজনেই নারী
খাদেম খগেন হাতেম বিপিন
কেউ নয় কারো অরি।
কেস্ট ঠাকুর খোদা তাল্লাহ -
দেখেছ কাউকে কেউ?
সুস্থ জীবন মাঝে মজহব
জেনো শুধু ঝুট মূট ফেউ।

মিয়া পুরুত সম্বাদ

এই দেশ এক ধাধা
মোল্লা পুরুতের
গাঁট ছোড়া বাধা,
মোল্লা এসে বলে
কুকু আতু আয়
পুরুত সেই সময়
ল্যাজ নাড়ে পায়।
পুরুতের বউ রাধে
মিয়া বসে খায়
কাজ কাম মিটে গেলে
গংগা জল ছড়ায়।

হক কথা

কুরান শরীফ মুখস্ত ভাই
হাদিস শরীফ ওই সাথে
সুযোগ পেলে মেতে উঠি
ইলম জাহির করতে।
ঘন ঘন দাওয়াত পাওয়ার
ফন্দি ফিকির যত -
নাম যশ আর টাকা কামানো
দিবা নিশি রত।
বাজারে বক্তা ভাড়াটে আলেম
ধরমের ষাড় সেজে -
দ্বীনের জলসা মিলাদ মাহাফিল
বারোটা গিযেছে বেজে।
আলেমে আলেমে দেশ গেল ভবে
হক কথা নাই কারো মুখে
ধরমের নামে ফলাও ব্যাবসা -
খাচ্চে বেশ লুটে পুটে।
ধরমের নামে দলাদলি আজ
হয়েছে অনেক দল
সবাই বলে তারাই হক
আর সকলেই রসাতল।
আলেমে আলেমে দ্বন্দ চালিয়ে
মন কষাকশি পীর ওস্তাদে
মহা বিপদে মুস্লিম জাহান
ইমান আকিদা ঠিক রাখিতে।
দেখিয়া দীনের হাল চাল -
ভাবিতে অবাক লাগে,
সরষের ভিতর ভুত ঢুকিয়াছে
ভুত ছাড়াবে কিভাবে
আখিরি জমানার শেষ লগনে
আমরা এসেছি ভাই -
আশিকেরব্বানি এলেমে হাক্কানি
আলিম কোথায় পাই ?

প্রাণ পটপটী

কলমরে তুই মনের কথা জানিস,
সাত সমুদ্র তের নদীরপার আছে
রুপর গাছে সনার সঞ্জীবনী ফল।
আমিত এক দুখী মায়ের ছেলে
কেন্দে কেন্দে ভাসি অশ্রু জলে
সঞ্জীবনী প্রাণ পতপটি কোথা বল ?
আকাশ বাতাস খুজে বেড়াই কত
মনটি এখন ইদের উসর মরু সহারা
বন উপবন শিউলি পলাশ পদ্ম ছেড়ে
কান্দি খুদের থালা অফিস কাচারিতে
স্বজন বন্ধু নাহিক কেহ আজ যাবে কই
জান্নাত তথা স্বরগে যাব শিগগিব করে।
কত কাব্যি কত গল্প কত ভালবাসা ছিল
রূপ সাগরে নাচিযে উদম কালাচ সাপ
জোনাক আলো চান্দের নেশা শরীবে
মনপিয়া সব চেয়ে যে দামী স্বরগ মুখ
তারে হারানো অনন্ত নরক জীবন্ময়,
সঞ্জীবনী তাই খুঞ্জি কাব্যি অচিন পুরে।

কিংশুক ফুলের কথা

নিকষ আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে চলি
একটু আলো চাই একটু আলো চাই
হাজার হাজার বছর শুধুই ছুটছি।
মেঘ সেদিন বলেছিল বৃষ্টিতে যাও
বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি লাগুক
দেখবে মনের মন্দিরে পিদিম জ্বেলেছি।
ভয়ে গা কাঁটা দিল বাজ পড়তে পারে
তার চেয়ে জোনাক পোকার আলো
সেঁতা পড়া রাস্তা নেবুর তলে চুপি চুপি।
ক্ষুধার ভাত ডাল বিদঘুটে জীবনটা
মিত্তিরদের মেয়ে বলে দূর হও ও লো
হায়রে মনে মনে তারে কত ভালবেসেছি।
রূপচাই গুণ চাই টাকা চাই আর চাই
যত্ন খাতির রোমান্স মাখা ভালোবাসা
ধ্যাত ভাই বেকারের মুখে নুড়ো জ্বেলেদিই।

মানিক জোড়

ফতির আম্মুর কাছে ঘুরগে ফিরগে লাভ পেলুম না। মাইয়া মানুষ অমন রয়াল বেঙ্গল টাইগার হলি কী আর করতি পারি? একদিন মদন বিদ্দেলঙ্কার কবির কাব্যি করা শায়রী আউরে দেখলাম কি হয়। সেদিন ডেকে বললে লিখে দে যাও অই কবিতে ডা। আমি খুশি হইয়ে লিখ কে দেলাম - সাধের ইলিশ দেয় সুড়সুড়ি / পঞ্চাশের / সন্তান মুখে প্রিয়া মহানিদ্রিত / আমি শোবো কোন খানে ? - ওরে বাব্বা অজন্তা চপ্পল দে সে কিরকম মারতি লাগলো। আহারে বুকি পিঠি এখনো ব্যাথা লাগে। ভাগ্যিস আমার বাপ চৌদ্দ পুরুষের গোলাম বংশজাদা বেলাত আলির দুই বুন এসগে পড়িল, নাহলি থানা পুলিশ করগে আমার ১২ ডা বেজগে দিত। কিছুতেই মেয়ে মানুষ বশীকরনের ভাগ্য কৌশল আমার হয়না। পয়সা কড়ি তেমন নাই বলে কোনও ভদ্রলোক, মিয়াঁ ,বাবু ,সাহেব জাদী আমারে ভালো বাসতি চায় না,। তাই আমার মা সাকিনা বিবি বলেচেন - হিন্দু পাড়ায় গে মা বন বিবির মন্দিরি মানত করতি যাতে বে হয় । তাজ্জব কী বাত - আল্লার মেহের বাণীতে আমি যখন কতিলাম - মা বনবিবি পীর তুমি কত জনকে কত কী দাও। আমাকে এত্তা বউ দাও। বউয়ের জন্য আমার কলিজা দিতি রাজী আছি। দোয়া চাইতে আছি তার ভেতরেই এক সুন্দরী হিন্দু মেয়ে এসে প্রার্থনা করছে - মা বন বিবি তুমি একটা o+ কিডনি দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। আমায় যা চাইবে তাইই সাধ্য থাকলে দেব। হুম হুম - বাব্বা কেল্লা ফতে কিস্তি কাবার। অতোরা গুড় আধ সেন না। আমার জান্নাতি প্যার। আমার এই রক্ত। জান্নাতি হুরী পেলাম। জড়ি কী কামাল। মানিক জোড়। সালাম করে আমার পরিচয় দিলাম। আর মনপিয়াকে বুকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলাম। বাড়ি এসে পেল্লায় ভোজ দিলাম। খেয়ে অনেকের পেট খারাপ হয়। যেজন্য এখনো অনেকের পেটের অসুখ সাবেনি - হেগে মরচে ।

দনচন্দ্র

শ্রেষ্ঠ অনুগল্প সমগ্র, ২০১৭ সালে প্রকাশিত

বাচ্চার মা হতিগে বউ ডা লটকে গেলো। শভান আল্লাহ - এবার পণির পরীর মত স্যন্দর বউ লে আসব ।দাক্তারের গাফিলতি না আল্লার মেহেরবানি তা ওপর অয়ালা জানেন। আমারগা সাথে তো আর খোদার মবাইল ফনি কতা হয় না। কে ডা বলতি পারে তেনার মনে কি ছেল ? হাদই খোদা থাকেন কোথায়? তেনার ঘর বাড়ি কোথায় ? সে সব যদি আমার নাগালির মন্দি থেইকতো ,তাহলি আমি তেনার জিজ্ঞেস করতাম যে মেয়ে মানুষীর জাত নাই ক্যান ? সব শালা খেতি পেলি শুতি চায়। আমার বউ ডা মরগে আমারে বাচায়ে দে গেচ। হালার পো এড ডা মাস্টের মশাই ছেল, সাগো আম্মী আম্মী করতাম আর আমার বউ ভাবে যত্ন খাতির করগে মুরগীর ডিম, হাসের ডিম খাতি দিত। হালার পো মাস্টের মশাই এমন হাফ ভাব দেখাতি আসত যেন আমি ওর মেয়েরে বিয়ে করিচি। এহন কেমন হল ? আল্লাহ যারে জান্নাত উল ফির দউস নসিব করেন তারে ঠ্যাকায় কার বাপ ? আল্লার মরজি তে এবার খগেন সর্দার এব বুন ডার বে করব। দুই দিকি লাভ হবে। আখিরাতে আল্লাহ পুরস্কার দেবেন আর মেয়ে ডা পানির পরীর মত সুন্দরী। আগের বউ ডা যেমন খেদি বুচি ছেল ,তেমন বিছেন তে সুন্দর ছেল না। এক্সিলেন্ত হয়ে গে দুইখেন বাচ্চা এইসে গেল পথম ডা গায়ে পেচাপেচি জিন লেইগেই মরগে গেল আব দ্বিতীয় ডা হতিগে ...ঝা হোক গে ঘুতিয়ারির পীর বাবার নাম লে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতি ঝাপিয়ে পড়লাম। হালার পো খগেন সর্দার কিছু পয়সা লে বুনির বেইচগে ডেলো। হুম কেল্লা ফতে। নোতুন মুচলিম মেইয়ে পেলাম কলমা খাইয়ে দ্বীন ধম্ম চেঞ্জ করগে দে। ছয় সাত মাস পর জানতি পাল্লাম শাগও এই মেইযের গোরভো খেরাপ। যে বাচ্চা ডা জন্মাবে সেডা হবে রক্তহীন,খুনহীনতা এদডা বীমারি - কি ঝেনু নাম ডা ? ও হাঁ বেসরন হইয়েলাম থেলাসেমিয়া। এই রোগডা থেইগে বাচতি হলি বিয়ের আগে রক্ত ডা পরীক্ষে করগে দেখতি হয়।. দাক্তার বলতিলেন - কজল চোখ, চাঁদ পারা মুখির চেয়ে নীরোগ কেলে কুচ্চিরি মেয়ে মানুষ অনেক ভালো। তাছাড়া আমার গা রবীন্দর নাথ ঠাকুর লিখেছেন - কেসনো কলি তারেই আমি বলি / কালো যারে বলে গায়ের লোক - হেই কাব্যিকথা মনে রাখলি, নতুন মেয়ে পেতি আর কষ্ট পেতি হবে না। আল্লার মেহেরবানিতে খগেনের বুনদ মরলি এবার তিসরা বিবি লে আসব এক্কেবারে রাধাকলি।

শেষের দিনে

মেঘের গর্জন করকার প্রত্যাঘাত মাঝে
হয়তো বিজলিত কানগুলি বুঝেনি আলো
অনেক কথা অনেক গান শুনাব ইচ্ছে ছিল।

শনিবার হাফ ছুটি ববিবার কলেজ বন্ধ হত
অধীর অপেক্ষায় বসে থাকতাম ফোনের জন্য
সাঁই সাঁই কবে বকের ডানায় কত সন্ধ্যা এলো।

আমার কুঁড়ে ঘর,অভাবের অন্ন ভাগ নেয়
হাজার মুবিধা অন্বেষী সুহৃদ কিন্তু হৃদয়-তাতো
শুধুই দিয়েছিলাম মোনালিসার শ্রী পাদপদ্মে।

বিদ্যা বিনয় সদাচার এই সসাগরা পৃথিবীতে
এক্কেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্তের উচ্ছাস ছাড়া কিছু না
সেদিন পাত্তা কেন দিয়েছিলে সব তো জানতে।

কল্পনায় অবগাহন স্বপ্নের বাজপুরী কবিতার সুর
ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ শাপলা শালুক ঝিনুক মুক্তো
একদিন সব শেষ,সব টুকু অর্থহীন কামিনীতে।
মোনালিসা ধরে নিলাম কল্পনা মাত্র বাস্তব চুমকি
রক্ত মাংসে গড়া শরীরী অস্তিত্ব, বাঁচার নিস্বাস -
ব্লাক ব্রুনেত কোমর ঝাঁপা কেশ শ্মশান ভুমিতে।

পস্তানা

খড়আর মাটি দিয়ে চাষার সে ঘর
কত স্বপ্ন কত আশা এক মুঠি ভাত
হাসি মুখে খেয়ে নে বাপু নুন দিয়ে
নয় পস্তাবি বেলা হলে, যেতে হবে।

যেতে হবে ইস্কুলে, যেতে হবে হাট
বাজার মাঠ ঘাটে নদী নালায় আর
হাঙর কুমির সাপ খোপ বাঘের কাছে
নয় পস্তাবি, শিয়রে দুই বোন বিয়ে দেবে।

ঘৃণা করে চলে গেছে মিত্তির বাড়ির মেয়ে
কাদা মাখা রোদ পাকা পাংশুটে মুখ দেখে
তিরিশ পেরিয়ে গেছে নহুলি যৌবন ভাঁটায়
ভুলিনি সে উপেক্ষার ভাষা সময় আসবে।

হাতে লাঙ্গল কাঁধে বোঝা বিদ্যার পিছে ছোটো
তিল তিল করে মানুষের পাশে থাকা দারুন
কঠিন সে দিনগুলি তারাদের নীচে অবসাদে
নিশ্চয় একদিন শুভদিন আসবেই আসবে।

হাজার দর্শন ফরিয়াদ গাই ভগবান নীরব যেন
মেয়ে মানুষের শরীরী যাদুর স্বপ্নের যাদু টোনা
বিদ্রুপ হাসি কন্টক মুকুট দারিদ্র কাতর যীশু
স্বপ্ন দেখে বড় হবে অনেক অনেক বড় হবে।

প্রেম হীন জীবন অবহেলা পচা চাল কুমড়ার রুপে
সুপ আর ঝোলে ডুবে যায় বেকারের স্বর্গ কানন
মেছদের মত ভিখিরীর মৃত অবশেষে তারা গুনি
বিজন বসন্ত দারিদ্র অনন্ত দিন যায় অবহেলে -
প্রেম স্বপ্ন সাধ মিলে মিশে জলের মত কথা বলে
তাতে কি, নুন ভাত খেয়ে নাও বাপু সামনে ওই
তেপান্তরের মাঠ - জিততেই হবে জীবন যুদ্ধে
না হলে পস্তাবে পস্তাবে নিশ্চয়ই পস্তাবে শেষ কালে।

শ্যাওলা

দিঘীর শ্যাওলা দেখি নীরবেই -
আকাশে বলাকা ওড়ে সাঁই সাঁই
নীচে গাঁয়ে সোনার জমি - ফসল।
স্মৃতিতে জড়ানো নদী মাতলা বেতনি
মরাল মরালী নোটন পায়রা, মোরগ
ছায়াসুনিবিড় পাড়া গ্রাম বায়ু মুশীতল ।
আম্র মুকুলে কুজিত বিহগা কোকিল -
ডাকে ডালে ডালে বসন্ত বউরী বলে যেন
বউ কথা কও ও বউ কথা কও দোহায়
ভাতিয়ালি গানে নদী বুক মাতে আর মাঝি
ঘরে ঘরে শ্রীখল মৃদঙ্গ শ্যাম গানে সানাই
মসজিদে মসজিদে আজানের ঝড় বয়।
লতায় পাতায় মিলিজুলি দেশ বড় সুখ ছিল
দেশ ভাগ স্মৃতি কুশাসন বিভেদের হাতছানি
কেউ কার কাছে আজ আর বিশ্বাসী নয়
এদিকে সেখ মিয়াঁর বন্দুক কেঁড়ে নিল সব
গণতন্ত্র পঞ্চায়েত রাজ হাসি খুসির অধিকার
মনে হয় দিঘীর শ্যাওলা হয়ে মরি দুঃসময়।

চুকিৎকিত

নিরজন দুপুরে শন পুকুর ধারে তেতুল তলায়
কাটত বৈশাখের মধ্যাহ্ন বেলা টক ঝাল নুনে
বেনী বেঁধে নুপুর বাজিয়ে যেত ঘোষের মেয়ে।

হৃদয় কলছাসে দেখতাম অপলক নয়নে তারে
রুপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ মুখের কাল্পনিক আনন্দ
গরীবের ঘরে ঘোড়া রোগ শরীর মন স্বপ্ন ছুঁয়ে।

অন্ধের হাতি দর্শন আর বেকারের ভবিষ্যৎ -
এদেশের সংসার আর সমাজে এক বিষ জ্বালাময়
বামনের চাঁদ ধরা রুপ কথা গল্পের অভিব্যঞ্জনা।

একাকী মনের গভীরে রামধনু সাত রঙ মেখে -
নিত্য নতুন কল্পনার উপস্থিতি মনের ক্যানভাসে
টানা টানা চোখ সুডৌল বুক, মিষ্টি হাসির যন্ত্রণা।

স্বপ্ন বাস্তব হয়নি ঘোষের মেয়ে আসেনি কখনো -
একদিন বলেছিল ভালোবাসি অলীক স্পর্শ কল্পনায়
শয়নে স্বপনে সারাজীবন ভুলিনি সে নুপুর নিক্কন।

কোটি কোটি বেকারের দেশে তারা খসার মতো
চাকরী পেলাম চালসে পড়া চোখে কাঁচা পাকা চুলে
আজো বেদনার খেলা গান, শুনি চুকিতকিত চন্দন।

পবন দূত

বাতাস রে তুই শ্বাসের মাঝে থাকিস
আমার হৃদ ঘুট ঘুট পরান পটপটির
মনের কাঁদা হাসা সব খবর রাখিস।

হারিয়ে গেছে শ্যামা সুন্দরী সে মেয়ে
বছর তিরিশ আগে কানু কাকুর ঘর
আমি কত সাচ্চা প্রেমী সেটুকু বুঝিস।

বৃষ্টির সাথে যা চলে তুই নতুন বসন্তে
পুস্প ভালোবাসা অনুরাগের ছোঁয়া -
আমার দুখের কথা মনের বাথা বলিস।

সাত জনমে শত কোটিতে ভুলিনি আজো
মনের রাধা নীল যমুনা শরত বসন্ত নেশা
গোলাপ শিউলি শিশির পরাগ মাথা দিন।

হাজার কাজ সমাজ লজ্জা শরম একলা ঘর
দুখ সুখে দিনেরাতে আজীবন শুধু অশ্রুজল
জানতেম নাকও প্রথম প্রেমের এতো ঋণ।

স্বীকার

আমি কাঁদতে জন্মেছি নিশ্চয় -
সাত জনম ধরে এ কান্না চলবেই
খুদের ঠ্যালা ধান রোয়া কাদায়।

আকাশে বাঁধ ভাঙা জোছণা রাতি
আলো আঁধারের খেলা ঘরে থাকি
ভেসে যাই ,বেকার দুঃস্থ কান্নায়।

মহারানী বলেছেন সুদিন আসবে
বোডোলা নয় বদল চাই, সম্রাট কন
আচ্ছে দিন আয়েগা কোন স্পর্ধায়?

কামাণ বন্দুক লূঠ রাজ দেশ জুড়ে চলে
স্বপ্ন রাজ্যে আমি খুঁজি সুন্দরী জঘন
রোমান্স লাগে রুপসীর রূপে ভোট লীলা।
.
আমিও মানুষ পেট গরম হয় ঊশপাশ করি
নিঠুর রাষ্ট্র বিপর্যয়ে বুড়ো বাঘের মত
জীবন্ত প্রাণ থেকো হায়নার ধ্বংস খেলা।

ভোরের কুয়াশা মেখে লাপতা হয়ে যাব কবে
টের পাবেনা বউ বাচ্চারা শিকারির ধনু বাণে
মরতে ভয় পাইনা ,একদিন তো মরবোই জানি।

গ্রাম দেশবাসি ভুলে যাক এই অসহায় কবিকে
পুরস্কার পরোয়া করিনা তোমাদের চালাকিসব
নশ্বর জীবন সত্য নিয়ে রবে এ হতাশ মুখখানি।

নও রোজ

লাখ লাখ তারার নিচে থাকি কুঁড়ে ঘরে
ফডিং মথ কেঁচোর মত সেঁতা পড়া ঘরে
যেন পাকা লাউ পাতার মাকড় জাল।

বাবুরা বিশেষ আসেনা এখানে আর
আসে ভোট পাখি শুধু কুজন করলে
আমরা যে সমাজের এক জল-অচল।

ভোট বড় ভোজ বাজী-জাত পাত নেই
মানুষ মানুশের থালায় অনায়াসে খায়
ভোটের হিড়িক গেলে বাঙ্কে সুদ কমে।

ইলিকশন লড়ে ক্লান্ত বাবু সব আর
আসেনা ভালবাসেনা জাত পাত বাঁটে
জিনিস পত্রের দাম বাড়ে দিনে দিনে।

সাদা গেরুয়া সবুজ লাল সব রঙ ফিকে
আগুন ফুল্কি ছুটে ভাঙ্গা ফুটো ঘরে
জোঁক যেন চুষে খায় বলদ রক্ত রস।

প্রেম আসে মরদ আসে মুচি মেথর
পল্লীর মহল্যা নিস্প্রান ক্ষুধায়
সুদ কমিয়ে হাসে মন্ত্রী মিঠা সরস।

প্রজাতন্ত্র কেঁদে মব চাষি বৌ কাঁদে
কাঁদে হাতেম রহিম খগেণ পেটের জ্বালায়
তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ে স্বাধীনতা দিবস।

দাহ

হাজার জনম ধরে কাঁদছি
অভাব অনটন সামাল দিতে
চাঁদের আলো যেন অমানিশা।

শূন্য বুক গলা জলে ডুব দিই
কচু শাক সিদ্ধ, খুদ ভাত খেতে
আকণ্ঠ, অনন্ত ভালোবাসা।

প্রথম দর্শনে কলেজ মাঠে
বদলে নিলাম জীবনের ভূগোল টা
কিছু করব না হয় অবশ্যই মরব।

ধীরে ধীরে ফেলে আসা দুঃখ গুলিকে
তিলে তিলে ভুলবার আপ্রাণ চেষ্টা
তোমাকে ঘিবে বাঁচার নতুন স্বপ্ন।

পূর্ণিমার চাঁদ নদী জোনাকিরা সব
সবুজ মাঠে বনানী ও শস্য ক্ষেতে
আমি সব কিছু দেখি অপার বিস্ময়।

শুধু মনে পড়ে আজ তোমার সেই যাদু
আমার সব বিজয় গৌরব পিয়া অধর
জানিনে কতেক সুন্দর কত অমৃত ময় ।

গঙ্গা ফড়িং মথ প্রজাপতি ঝাঁপ দেয়
গহীন অরণ্যের প্রজ্বলিত দাবানলে
মরণের ঘরে স্বপ্নময় যাদু বলে।

আমি দিক দিশা হীণ অনন্ত মায়ায়
হাপুস নয়নে কাঁদি কামনার দাহ চিতায়
অলীক স্বপ্নের কামনার হলাহলে।

চলনা যাই

চলনা পালিয়ে যাই অনেক দূরে
নীল আকাশের নীচে মুক্ত হাওয়ায়
ফুল পাখি ভ্রমর মেঘ সাগর যেখানে।

যেথায় নদীর পাগলস্রোতে মীনের খেলা
মাথার উপর জোছনার সোনালি ঝর্ণা
ইচ্ছে ঘোড়া লাইক লাগাম চলনা
সেখানে।

একদম আর ভাললাগেনা বন্ধ ঘরে
সমাজ নিয়ম চাকায় নাগর দোলায়
বাচ্চা বেলায় লুকোচুরি হত বাগানে।

মনের স্বাধীনতা এখন আর কথা পাই?
কিসের তরে করিস এত ভয় তোর ওকে
কি পেয়েছিস ওগো বাপের বাধ্য মেয়ে?

ও তোর গণ্ডা খানেক কাচ্চা বাচ্চা ঘর
নিত্যি নতুন নানান কলহ আর যন্ত্র না
পড়ে আছিস হোথা কোন সুখ লাভ
পেয়ে ?

হতেই পারতিস সেদিন আমারই তুই -
বরাত খারাপ হবে লক্ষী ছাড়া দশা
বাধ্য হয়েই হলি বাপের বশ করলি
বিয়ে।

আমি তো আর অমন মরুর হৃদয় নই
পারিনে গো বাল্য প্রেমটাকে ভুলতে সহজে
পরকীয়া আর নানান জনে হয়না পীরিত।

আজো তোরে মনে পড়ে শ্রাবণ আর বসন্তে
সন্ধ্যা তারায় অমল ঊষায় শয়নে স্বপনে -
একলা বাঁচি কেমনে, করনা এর বিহিত।

বলছি তোরে কলম ছুঁয়ে ও পরানের সই
প্রেম পীরিতের কিসে ছোড়া আর বুড়ো
হিসেব কিতব ছেড়ে চল পালাই দুজনে।
ডাক দিয়েছে নিস্পাপ মন মুক্ত আকাশে
পালিয়ে যাব তেপান্তৰে অতি সঙ্গোপনে
চাতক চাতকীয় মত পীরিতে কুঞ্জবনে।

চিত্ত বিষাদ

প্রেম এসে ক্ষেপে যায় -
দেনা পাওনার সীমানায়
স্তব্ধ হয় ঘোর নগ্নতায়।

সেই চাওয়ার পরে -
বিপন্ন হয় সবুজ মন
স্বপ্নের সাজানো বিছানায়।

পুস্প সম ফুটে ওঠে
আকাশের লাখ লাখ তারা
আমার চোখে নিঝুম রাত।
.
স্বপ্নময় রাত বহু আসে
খেজুরে প্রেম, মায়া মরুর ফাঁদ
বহু রাতে কেঁদেই খাইনে ভাত।

পাখি হলে যেতাম সেথায় উড়ে
দেখে আসতে কেমন তুমি আছো ?
শূন্য বুকে এত মায়ার বাধন ।

প্রাণ দরিয়ায় উঠলো তুফান
চিত্ত বিষাদ ময় আগুন জ্বালা
পরকীয়ায় চায় না যেতে মন ।

বলনা তবু কিসের এত টান -
বলনা কেন ঘুমুতে পারিলে ?
ওরে তুই কী আজো পাষাণ প্রাণ ?

কর স্পর্শ

অশ্রুপাত নিত্যি যেন
নস্তপ্রায় আখিদ্বয় আজ
দেখি তব হস্ত যুগ স্তব্ধ।

প্রেমের পরাগ খসে পড়ে
গঙ্গা স্রোতে আলু থালু মন
প্রিয় কর স্পর্শ ভুলে মহানন্দ।

অভাব অসুখে সত্য মিথ্যা স্বাদে
লজ্জামাখা প্রেম অগতির গতি
স্বার্থ মগ্ন কপট সমরে পরাস্ত।

শঙ্খ শুভ্র পাপহীন ভালবাসা
মঞ্চ সফল হাসিতে গ্লানিময় আজ
নিস্পাপ নগর সন্ধ্য লগ্ন বজ্রাহত।

তবুও দিবগো সাড়া ওই মহীয়সী
প্রেম লতা নারী দেবী হৃদয় অঞ্চলে
নবনী নিন্দিত বাহু বল্লবীর ছন্দে।

বাঁচার নিস্বাস স্বর্গ সুখ সুরধুনী সম
কেতকী শিউলি গোলাপ কামিনী -
সুবাসিত সুঘ্রানে নব-বসন্তে আনন্দে।

মুখপোড়া

খূদ খুঁড়ো খেয়ে লেখাপড়া করি
কন্টক আবৃত পথে তোমার দেখা
নাভির ণীচে সাগর দোলা ঢেউ।

বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো -
অসহায় বেকার ছেলের সম্মান নেই
রোজ ভয় হত পাছে কেড়ে নেয় কেউ।

স্বপ্ন দেখি উদর জুড়ে তোর সোনা –
সুখের পুষ্প বৃষ্টি অনেক ঝড়ের শেষে
দেখব হেসে নতুন শিশুর চাঁদ পারা মুখ।

হাসি মূখে চলে গেলে তেপান্তব রাজপুরে
স্মৃতি গুলি সিঁদ কাটে খেতে বসতে শুতে
ওরে ছুঁরি কোথায় বাঁচব নিয়ে পোড়ামুখ ?

কথার মূল্য

কথা দিয়ে চলে গেলে দূরে
অস্ত পাবের সন্ধ্যা তারায়
নিশিকালো রজনী একাকিত্ব।

বুঝলেনা কখনোই বুঝলেনা
নয়ন মেঘে আষাঢ় অশ্রু –
প্রীতি প্রেম অনুরাগ মিশ্রিত।

আজ বুকে শুধু বেদনা পল্বল
অসহ্য তোমার মাথার সিঁদুর।
মন মুকুরে হাজার বিরহী যক্ষ।

এসেছিলে কাছে ভালো বেসে
ক্ষণিকের অনুভব পরিহাস ময়
শূলে মৃত্যু জ্বালা আজ, শূন্য কক্ষ।

তবু কথা রাখনি ভালোবাসোনি
শুভ ক্ষণে বিবহ কুসুম, সুন্দর
বাঁচা মরা যেন সমান হয়ে গেল।

তোমার মেঘ মন্দ্র উপস্থিতি আছে
এ নশ্বর দেহে থাকে যতক্ষণ প্রাণ
স্মরণ থাকবে জন্ম জন্মান্তর কালে।

সুরভিত সংসার সুখে পুত্রে কন্যা
নাম যশ অর্থ বিত্ত স্বামী সুখে থাকো
আমি রব কথা রেখে নিস্ফলের দলে।

মিছে আশা

নিষ্ঠুর এ পৃথিবীর বুকে
কেউ কারো নয় -
কে বলেছে প্রেমে শুধু সুখ?

পাশা পাশি হাতে হাত আর
চোখে চোখ হৃদয়ে হৃদয়
ছুঁয়ে দ্যাখ অশান্তি অসুখ।

ভাগ্যে পেয়েছ যা কী করবে
বাস্তবটা মেনে নিতে হয়
কুসুমে কুসুমে কীট বাসা বাঁধে।

পাশা পাশি হাত ছুঁয়ে গেলে
দুঃখ টুকু ভাগ করে নিলেনা
ঘর বাঁধি কি আশে কি সাধে ?

সস্তা বিলাসের মোহে আর।
বলিউড টলি উড স্টাইলেতে
বলেছিলে শুধু ভালোবাসি -

বুকের মাঝে তৃষিত অতীত
অভাৰ খিদে ধুসর বিস্মৃতি
নিশা প্রেম হল বানভাসি।

কান্না ভেজা শিউলি সাজাই
হাজার হাজার বাসর রাতি
তুমি গেছ নব-পরিনয় সুখে।

শিরিশ কুসুম তট ভুমি চুমে
মিথা কঠিন প্রতারনায়, বলি -
মিথ্যে আশা দিওনা কাউকে।

নিঃসঙ্গতায়

পেটে কিল মেরে দুই গ্লাস জল খাই
তিন দিন ধরে অন্ন ঘরে বাড়ন্ত -
তখনো তোর প্রেমে আমি বিভোর।

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদ টাকে মনে হয় নীল
নীল থেকে নীল পদ্ম খোঁজার শুরু -
মন টুকু জরি পারে বোনা হাঁপর।

তাবিজ কবচ গ্রহমুল অনেক পরেছি
হন্যে হয়ে ছুটছি নিশিদিন, কাজ চাই
সব কাজ ধরা ছোঁয়ার থেকে বহুদূরে।

নিস্পাপ জীবনে কষ্ট গুলি অভিশাপ
দুশ্চিন্তার ব্যথায় বিনিদ্র চোখএ জল
নেতা ত্রাতা দেবতা কেউ পাশে নাইরে।

সকাল দুপুর সন্ধ্যা কুয়াশাময় প্রাণ
আকাশে ফুলের মত ফুটে থাকে তারা
ক্ষুধা বেকারত্ব নিসঙ্গতা বুঝি বিষ খাই।

তোকে দেখি আর মনে নতুই আশা জাগে
বসন্তের আঘ্রান পলাশ বকুল মহুয়া নেশা
বেকারের কি কাউকে ভালোবাসতে নাই ?

অসময়ে

দিনরাত স্যান্তা পড়া ঘরে
এক বেলা খাবার জোটে
আর স্বপনেতে সহবাস।

একটা কাজ একটু রোদ্দুর
যেন বাঁচার প্রাণ বায়ু টুকু
প্রেম হীন বুকে দীর্ঘ শ্বাস।

এভাবে চলতে থাকি বহু দিন
লক্ষী আর মদন দেব একদিন
সহায় হন, অগতির গতি।

পৃথিবী গোল, সুন্দর নীলাকাশ
প্রেম হারানো শহর মায়া যাদু
নববধু এলো, অসময়ে লাভকি ?

ফাঁকা

কত চাকরী খুঁজি
নো ভ্যাকান্সি দেশে
তুমি ধরলে বায়না।
রাজ পুত্তুর আসবে
টাকা নড়বে ঝন ঝন
অভাব ঘরে থাকবে না।
কলাবতী রাজকন্যা
রূপ রাজ্যেই শোভা পায়
গরীব ঘরে মানায় না।
কত ভাবি শুয়ে শুয়ে
বালিশ ভাসে চোখের জলে
মন কখনো হয়নি মানিক।
ডালিম গাছের ছায়ায় বসে
একলা কাব্য কবি কত শত -
রাত অনিদ্রা জ্বলি ধিক ধিক।
ছি ছি বেকার? বিষম লাজ
ঘেন্নাপিত্তি নেই, জেদ এলো
আনবো টাকা ঘরেই নিশ্চিত।
মামার শালার ছেলে পিলে
একটা জেলে অন্যটি দুবাই
দুই জনাই ভীষণ রোজ গেরে।
ছেড়ে শরম ধরম সকল কিছু
ছুটে গেলাম মরু শহর কাজে
ট্যাঁক হল ভারী নগদ ডলারে।
এসে দেখি ঘরে রাজ পুত্তুর এসে
নিয়ে গেছে আমার সে জনা রে
পোস্ট বক্সে চিঠি প্রজাপতি আঁকা।

হায় তরমুজ করব আর কী
সারা রাত রামায়ণ পড়ে সীতা
রামের মাসি - এমন ভ্যাবাচ্যাকা।
টাক আছে টাকা আছে, তাতে কী?

মনের মানুষ তুই মেয়ে ঘরে নাই
জীবনটুকু ষোল আনাই ফাঁকা।

দুঃখের বিষ

ক্রোধে হারালে হিতাহিত জ্ঞান
চলে গেলে দূর দেশে -
সাত সমুদ্র তের নদী পার।

পাখির মত যাব কাছে উড়ে
থাকত যদি ছোট্ট দুটি ডানা
ভুলফাঁসে তাবশেষ নয়ন আসার।

হৃদয় আকাশে মুখের বাসা -
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, জোছনা ধারা
জো নাক আলোয় রাস্তা খুঁজে মরি।

অনুরাগে আক্ষেপে জ্বলি সর্বক্ষণ
অনেক কিছু পাল্টে যেতে পারত
যদি থাকতে পাশে দিবস শর্বরী।

তোর আমার মাঝে আজ শূন্যস্থান
তারই মাঝে আজ দুই খানি বিকল্প
একটি দুঃখ অন্য প্রাণের আরাম।

ভাবনার বেয়নেটে ক্ষতবিক্ষত হই
সুখের পায়রা তুই সুখের দিকে থা
দুখের বিষ আমি মুখেতে খেলাম।

মনের খাতায়

ইচ্ছে খেলায় মনের খাতায়
খেয়ালিপনার পাঠ
রাজপুত্তুর তেপান্তরের মাঠ।

মনের দুঃখে সঙ্গোপনে
অশ্রুভারে নীল যমুনার জল
কষ্ট গুলো পাতলো নতুন হাট।

হেরে যাওয়া নারীর কাছে
কল্পনার সুখের ছোঁয়া।
মনবাগিচায় অঙ্কুরিত ফুল ।

যেদিকে চাই সেদিকে কষ্ট
অবুজ মন চপল লাজ ভাষা
ভুলে শেখা গনিতের মাসুল ।

কষ্টগুলো দাপিয়ে বেড়ায়
ক্ষুধা অন্নের যোগান দিতে
তুই সাজিস আতর কুমকুমে।

তবুও তুই নেশার মাতাল হাওয়া
দুখের মাঝে কল্পনার স্বর্গ ভুমি
হাজার জনম রাখব তোকে চিনে।

বিরহ

চাঁদ আর তারার ভিড়ে
হঠাৎ তুই তারকা হলি
ওরে পোড়ার মুখী মেয়ে।

আমি তখন উষ্মর মরু মাঝে
বইছে বুকে লোনা নাভিশ্বাস
ভাত নেই খাই নুন মাখিয়ে।

দুশ্চিন্তাই ক্লান্তির ঘুম দেই
মরুস্থলীর কাঁটা ঝোপের ঘাসে
পর্দা নসীন জল নিস চেয়ে চেয়ে।

নুপুর নিক্কন চুড়ির টুং টাং শুনি
টানা টানা চোখ টিপ খোঁপা সখী
দুলিয়ে চলিস কোমর ঝাঁপা চুল।

উচল গাঁয়ের সুন্দরী কন্যা যায়
বারেক ফিরে চাও পারফিউমের
গন্ধে মাতাল মাথার গান্ধা ফুল।

অঙ্গ বস্ত্র ভাজে রুপের রানী মাজে
ঠমকে চমকে তার তুলনা নাই যে
পাগল পরান হল হাজার বুল বুল।

স্বপন দেখি হাজার দিবস রাত -
পীরিত সায়রে ডুবি করি প্রাণপাত
কিন্তু তুই খুঁজে বেড়াস শুধুই চাঁদ।

ভালো বাসি এই ভালো আর কি চাই
ঘরে শান্তি মোটা কাপড় মোটা ভাত
তোর লাগি বিরহ, শত জনমের সাধ।

চুড়ির ছোঁয়া ...

মধ্যরাতের ঘুম উড়ে...
লাখ লাখ কলঙ্ক নিক্কনে
নির্মম প্রেম দুর্গম হৃদয়।

স্মৃতি রোমন্থনে নিরুপায়
স্বপ্নর ভাসমান ইচ্ছেগুলো
জোনাক জ্বালানো সন্ধ্যায়।

খুদের থালা ক্লান্ত প্রেম কাঁদে
রুনু ঝুনু চুড়ি ও নুপুর শব্দে
স্নেহ মায়া মমতায় অনুরাগে।

গুমরে গুমরে ঝরে ঘাসে ঘাসে
রাতের রুপোলী শিশির মুক্তো
ভুলে গেলে চাঁদনী গোলাপ বাগে।

অন্ধকারে স্মৃতিরা হাতড়ায় -
অপলক দৃষ্টিতে অপেক্ষারত আজ
ঝড় বৃষ্টি ক্লান্ত শ্রাবন রাতে মেঘ।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দের মাঝেই
তিন মুঠো সাগরের ঢেউ এসে যেন
ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, প্লাবন আবেগ।

ভাগ্যের দোষ গুনে আক্ষেপ অনুতাপে
তুমি আসনি ভালো বাসনি শূন্য ঘর
এখনো চারটি পায়ের ধুলার অপেক্ষায়।

কোটি হাতের বাধা ঠেলে সংসার সমাজ
তুচ্ছ করে, বয়সের ভার উপেক্ষা করে
বসে আছি পথ চেয়ে খুলব ঋণ খাতায়।

আম্র শাখে কুজিত বিহগ ছায়াময় তরু
খুঁজি আজো মন প্রিয়া গিরি সিন্ধু মরু
নাই মৃত্যু ভয় কিছু স্নেহ মায়া মমতায়।

বেলতলা-তে

এমন হবার কথা ছিল না
ভাগ্য ছিল প্রসন্ন যথেষ্ট -
বেল তলা-তে ব্যতিব্যস্ত।

বেল পাকলে কাকের কী -
চোখের কি দোষ আছে বল
যদি সুন্দর সুবাস বেল আসত ?

বেলতলাতে প্রথম ঝড় এলো
গেল গেল রব ভিন জাতি মেয়ে
ভালবাসার স্বাধীনতা পদানত।

ফাল্গুনে বনকুসুম মালায় যেন
সুসজ্জিত বনতল গ্রাম উদ্দ্যান
পলাশ মহুয়া আঘ্রাণে লুটোপুটি।

ব্লাক-ব্রুনেত লজ্জাবতী লতা
লাখো লাখো তারার চেয়ে দামী
রাজপুত্তুর চায় সে হেসে কুটি কুটি।

মন মন্দিরে নিত্য পুজি দেবী সম
তার লবে রাজা আমি অযোগ্য তার?
য পলায়তি বাঁচে - মান চল পালাই।

দিন মান যায় রাত কাটে কত দুঃখে
সুখের প্রভাত সূর্য ওঠে দূর বনে।
পরখ করব ভাগ্য, মান তো বালাই।

একদিন সূর্য ওঠে আমার আকাশে
একদিন ভরে যায় আতর কুমকুম
একদিন এসে যায় ঘরে টাকার মুখ।

তার পর শূন্য হল শিশির ভেজা রাত
গোলাপ পর- শিরে বেল গাছে বজ্রাঘাত,
পরের মাইয়া পবের বউ তবু এত দুখ ?

দীলের বিলে যাদু টোনা করবি আর কী
গাঞ্জা ভাঙ আফিম খেয়ে ইচ্ছে হয় মরি
পাঠালি না কেন যমের ঘরে বলনা ?

ললাট লিখন কী খণ্ডন কভু যায় -
কান্না হাসি বিদ্রুপ মন তবু মানে না
মা দিব্যি দেয় বাছা বেল তলাতে যাস না।

শিশির ঝরা ফুল

চাঁদ করে সাজিয়ে নেব মনের আকাশে
খুব ইচ্ছে ছিল তখন মাখব পরাগটুকু
এই স্মৃতি আজো চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালায়
টানা টানা বড় চোখ বড় খোঁপা টিপ।

বাপ-মা বড়দের দিন রাত বকাবকি
ভিড়ের মাঝে দেখি বুক করে ঢিপ ঢিপ
পয়সাওলা সভ্য মানুষ চেচিয়ে বলে যা
তুই অসভ্য ছেলে লম্পট আর বেকার।

কিন্তু কী করে ভুলি বল ওই টানা চোখ
হরিণীর তৃষিত চাহনিতে প্রেমান্ধ হই
মেলেনি তখন বাঁচার মত এক চিলতে
নিশ্বাস বিশ্বাসের অক্সিজেন গ্যাসটুকু।

কণ্ঠ বেহাগ কাঁদে সোহাগে ইচ্ছা হয়
মানেনা বেদনাহত পাগল মন টুকু শুধু
অগত্যা বীবের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি কাজে
আমিও বড় হই, পয়সা হয় কিন্তু প্রেম ?

শয়নে স্বপনে খেতে শুতে উস্কানি দেয়
চোখে ব্রুনেত ব্লাক মেয়ে কোমরঝাপা চুল
এতো রূপসীর ভিড়ে সন্তানের আদরে
ভুলিনি সে ব্যর্থ প্রেমের শিশির ঝরা ফুল।

ব্যর্থ প্রেম

চোখের কোনে কোণে জমা আছে
বিন্দু বিন্দু জল
বাল্য প্রেম - আহা সে পাপের নদী
স্রোত কলকল।
খুব মনে পড়ে বৈশাখী বাতাসে
আমের গন্ধ ভুর ভুরে
বিরহী বসন্ত বউড়ী আম্র কুঞ্জে
গাইচ্ছে সুমধুর সুরে -
আকাশে সন্ধ্যায় উঠে সোনার
খুব সুন্দর এক চাঁদ,
দেশের কাকার মেয়ের স্কুলের
বিবাদ ও বিসম্বাদ।
রুপ সাগরে ভাসিয়ে দিলে গো
অহঙ্কারের নৌকা -
মনে হল ধ্যাত মরণ ভালোই
পকেটে নেই পয়সা।
কপাল খোলে অকাল সময়েই
পকেট হল বেশ গরম
প্রাণ পট পটি রুপের কলসী
পরের ঘরেতেই তখন ?
ইশান কোণে রাঙ্গা মেঘ আর
সিথান বরাবর চাঁদ
হাজার নারীর রূপের ছোঁয়ায়
মিটলও না প্রেম সাধ
কোথায় গেলি ঐ পোড়ার মুখী
আমার প্রানের আরাম ?
তুই ব্যর্থ প্রেমের ক্যান্সার ক্ষত
তিলে তিলে নিচ্ছিস প্রাণ।

সেইরূপ

আমার খুব মনে পড়ে সে দিনের কথা
বর্ষা প্লাবিত মেঘলায় তোমাকে দেখা
অঙ্গ বস্ত্র ভাঁজে ভাঁজে ফুটছে সে রূপ।

ডাকছে কুয়া, ডাহুক, ডাহুকী সবুজে
ধেনো ফড়িং ভেনো মাছি প্রজাপতিরা
সকলে যেন তোমায় দেখতে উৎসুক।

নদীর ঢেউর মত যৌবনে দোলা দিয়ে
একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলে আমায়
কপালে একটি টিপ ছিল মিষ্টি অপরূপ।

হাজার নারীর ভিড়ে কত কাজ করি
তবু গোড়া আঁখি খোঁজে শুধু তোর মুখ
ব্রুনেত-ব্লাক দেহে কোমর ঝাঁপা কেশ।

হাজার জনমের স্মৃতি পাক খায় মাথায়
তবু কচু পোড়া মনে বিধে আছে সেরুপ
ভাগ্য খারাপ নেই কারো দোষ-বিদ্বেষ।

ধরণী গাভীন হয় দুখ ছেড়ে প্রতি বসন্তে
কচু পোড়া প্রেমে জ্বলি খেতে বসতে শুতে
চাইনে তবুও এর কোনও হিসেব নিকেশ।

পরজনমে

হাজার ঝরা ফুলের মাঝে অনিচ্ছায়
বেঁচে আছি দুঃখ ভেজা এক কুঁড়ি
স্বপ্ন কাঁদে কল্প রাজ্য হাত ছানি দেয়।
আহা সর্বক্ষণ শুধুই দুশ্চিন্তা করি
রুটি-রুজি দুঃখ সুখ নিত্য জ্বালাতন
আহার নিদ্রায় যেন দিবস শর্বরী
নিকানো উঠোন যেন মিটি মিটি হাসে
ফুটো ভাগ্য ভাঙ্গা ছাদ উদাস মনন
লুকিয়ে ঘরের কোণে কেবল কান্না
কত স্বপ্ন কত আশা মিলব দুজন -
খেয়ালি বিরহসুরে বিসন্ন যন্ত্রণা
হাল ছাড়িনা নিশ্চয় পাব শুভক্ষণ
সাত সাতটি জনম ধরে -
গুরুজন তর্জন গর্জন নিরন্তর।
ভাগ্যের খেয়াল সুরে শুধু বারে বারে
কী করতে পারি বোলো আমি অসহায়
পৌরুষের পরাজয় দুখময় দেশে -
এসো বস পাশে খনেক স্পর্শ ছোঁয়ায়
নশ্বর শরীর রাখ হে ঠোঁটে ঠোঁট
কথা দাও প্রতিজ্ঞা কর পর জনমে
বাঁধিব দুজনা মিলনের মহাজোট।

অদিন

আজ বসন্তের তুমুল আনাগোনা
'ঘাস মাটি আকাশ রামধনু রঙে
কবোষ্ণ শিউলি জবা হাসনুহানা
ছুটি নিল প্রেম সিন্ধু সভ্যতায় -
বোঝেনা কল্পনার সব রঙ তুলি
কেয়া কদম ফেরী কাগজ নৌকা
অলস নদীর সূর্য ডোবা গোধূলি
কান্নার বর্ম খুলে বেরিয়ে পড়ে -
লোক ঠকানো রসালো হাসি -
চন্দ্র মুখী সোনা মুখী পদি পিসিরা
রক্তাক্ত ভোরে আলরে বানভাসি
ধুসর নদী সবুজবন পাখি নদীরা
আকাশ বাতাসে নক্ষত্রে অর্থহীন
কাগজ কলমে দুঃসময় নদী মোহনা
হারিয়ে গেছে সকল প্রতিবাদ,
ভাঙ্গা বাড়ির জোসনা এলো মেলো
তবুও কবিতা মুবারক বাদ।

জিহাদ

মহা নূহের নাভি কমলে রাধা সই -
আশমানি কিতাব সুবাস -
পদ্মফুলে সুবাসিত হোক ঐ
মরুর বায়তুল মুকাদদাস
মহারাজ কর্ণের মত একাঘণী হাতে
লড়ব কেন শূন্য যুদ্ধ, পরিহাস ?
মহাপ্রলয় সলিলে কেয়ামত হোক
চাই না দ্বন্দ্ব সম্মিলিত বিনাশ -
ক্ষমা করব না ঐ ইবলিশ শয়তান
মানবতা দেশের ঘোর অপমান
এ রক্ত লেখা, পরিবেশ মন দূষণ
গভীর অসুখ আজ পৃথিবীর জানি
মুখ বুঝে আর কতকাল সই ?
সত্যের জয় হবে নিশ্চয় জানি –
ন্যায়ের যুদ্ধে প্রাণ পণ লড়বই।

অন্তর্বাস্প

সূর্যের থেকে তাপ এনে দেব
চাঁদের মুঠি মুঠি জোছনা।
যমুনার জল নিস্পাপ প্রেম দেব
করোনা করোনা প্রতারণা।
বিন্দুর মাঝে সিন্দু খুঁজি আমি
শুক্তির ভিতরে চাই মুক্ত -
সত্য যদি না থাকে কভু প্রেমে
করোনা না কখনো বিরক্ত।
নির্মল হোক পূজার মন্দির সব
ঘুচুক দুঃখ আর অশ্রু জল
ভালো বাসা ছিনি মিনি নয়
বাঁচার মন্ত্র সংসার সম্বল।

কান্না কুসুম

বিজলীর অনুরাগে রাত জেগে
কাব্য প্রেম নেশায় বুঁদ -
রোদ বৃষ্টি ঝড় আঘাত চেখে
চেয়েছিনু আসলের সুদ।
প্রিয়ার ব্লাউজ ছিঁড়ে বহুদুর
চলে যায় ভালোবাসার ঘাস
রক্ত নেশায় যৌবনের সুর
কেঁদে খুঁজে বাঁচার আশ্বাস
পরিযায়ী প্রেম ঘুরে ফিরে -
জীবনে অন্তরে অন্তরে।
কান্নাকুমুম রাখি থারে থারে
অলি আসেনা সাধ করে
নিঠুর বসন্তের প্রহরে প্রহরে।

আত্ম গৌরবের ছড়া

জোনাক আলোয় ভরে উঠুক
আত্ম গৌরব - দেশ গৌরব।
ভারতে একজনও মুসলিম নেই
বন্ধ কর সব কলরব।

বল তোমরা পুত্র বধূ করব -
সাকিলা, রুক্সানা পারভিনকে
জল অচল হিন্দু বহিন সকল
মুসলমান হয়েছিস মনের দুঃখে।

পুরুত তন্ত্র আর তাল গাছ লীগ
নিপাত হোক ভু ভারতে -
ইন্সা আল্লা আমিও খাদেমুল
বিয়ে করব ওদের কমলাকে।

ওই দেখছ না ময়দা দাদা কাল
শিখিয়ে দিলেন ডি. এন. এ.
তবে কেন মিছে আর কোন্দল –
দেশ বাসিকে সব শিখিয়ে নে।

নজরুল কবি ঠিক কয়েছেন
এক বৃন্তে দুই কুসুম সমান।
মহান আল্লার সেবা সৃষ্টি সবাই
দেশ কল্যাণে জাগাও এ জ্ঞান

বিপিন খগেন কামাল হাতেম
থাকব সবাই এদেশে একসাথে
জামাত গড়ব ইনসানিয়াত
মহান ভারত দেশটি গড়তে।

সু-চেতনা

দশ দিশি দিনানিশি -
তর্জন গর্জন
চাঁদ তারা জোনাকিরা
থাকবেনা অনুক্ষণ।

লতাগুল্ম ঘাস কাঁপে
ইট চুন পাথবের ভয়ে,
আসমানি তারা খসে
রূপসী শিশির হয়ে।

পুড়ছে হৃদয় ক্ষুধা বেকারত্বে
রাজকীয় অফিসে ব্রাত্য ম্লেচ্ছ
প্রেম হীন বুকে তুমি এসো রাই
জীবন্মৃত ঐ কানুন ময়ুর পুচ্ছ।

প্রকৃতি মানুষ ভগবৎ শিল্প গড়া
বিজলী কন্যা মেঘ পরকিয়া নাচ
সোমরস স্নাত দেশ গুঁড়ি পাড়া

নেশা ছুটে গেছে অদল বদল

হিমেল বাতাসের সব চতুরালি,
কচি খেকো কচি মেঘ সকলকে
ঠিকে পণ্ডিত -কোটাল সাজালি।
অনেক হয়েছে প্রিয়া অশ্রুজল

রক্তপুষ্প বিষে বিপন্ন দেশে বসন্ত
মন্ত্রহারা তন্দ্রাহারা উন্নয়নে গলদ

নৈরাজ্য দেশজুড়ে বাড় বাড়ন্ত ,
স্তব্ধ হোক আত্মঘাতী বাদ বিসম্বাদ
অনেক হয়েছে আর নয় ভাই –
জাগো তরুন আরুন বিপ্লব প্লাবন
দিয়ে যাও চেতনার সুন্দর রূপ
সু-চেতনা ঋদ্ধ হয়ে আনো শুভক্ষণ।

মায়ার বাঁধন

ছাই চাপা আগুনকে বুকের মাঝে
উস্কে দেবার নাম সম্পর্ক।
সম্পর্কের নানা রূপ রীতি সম্মান
একটু বেফাঁস হলেই ফেঁসেছ।
চোখের জলে অপমানে হয়রাণ
অনেকের মাঝে কিছু কিছু সম্পর্ক
হৃদয় কে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়
আবেগ ঘন যৌনতা মুক্ত শান্তিময়।
সম্পর্ক সুন্দর শুধু তাকেই বলি -
যেখানে স্পর্শের দরকার নেই
এক পলক দূর থেকে দর্শনেই
মনের কালি মুছে হাজার কবিতা
স্বার্থ দেখে পৃথিবী খুলে কলঙ্ক খাতা
নিঃস্বার্থ কবিমন ডুবে স্বর্গীয় কল্পনায়
এই মায়ার সংসারে কে কাকে ভাবে -
তবুও অনেক অনেক মায়া জন্মে যায়।

বিপ্লব

সবুজ শস্য ক্ষেতের অমল আনন্দে -
উজ্জীবিত হোক আহত বিবেক।
শালিক চড়াই চিল কাউয়া সংহতি
আবেগ নয় হোক তা স্ববেগ।
বাতের জোনাক পোকার গানে
জেগে উঠি যেন দুঃসময় -
চাঁদের মতই একাকী কালের যাত্রী
কেউ যেন কারো নয় ত্রিভুবনময়।
তাই ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে ঘুমাই
জাবর কাটে সব অব্যক্ত লেখনি
আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে গেল
খসে হাড় মাস রক্ত ফুসফুস খানি।
হিসেব নিতে হবে সময়ের নিক্তিতে
কাঁটায় কাঁটায় সবুজে সব বুঝে
বিপ্লব দীর্ঘ জীবী হয় শানিত মগজে।

প্রেম

কানামাছি খেলার এক নাম প্রেম -
একটু উষ্ণতা, একটু ছোঁয়া
এক ঝলকে অনেক স্বপ্ন দেখিয়ে
সারাজীবন ইমোশনাল ব্লাকমেল করা
এমনি কবেই হয়তো একদিন প্রেম।
এসেছিল গোধূলির ইন্দ্রধনু রং মেখে
আশার প্রদীপ আলো নিয়ে আত্মঘাতী বোমা
সংসর্গে চুর্ণ হল সব জনকল্যাণ স্বপ্নগুলো
ভিক্ষা পাত্র হয়ে গেল সব লক্ষীর ঝাঁপি
তবুও হৃদয় মন্দিরে যেন উষ্ণ আবেগ।
বুকের মাঝে পেয়েছি ইন্দ্রিয় তপ্ত নিঃশ্বাস
এক বুক তৃষ্ণা যেন মরু সাহারা,
গবি ক্ষণিক আলো খনিক আঁধার হয়াং হু নদী
আমার জীবনের সব দুঃখের জহর পেয়ালা
তিলে তিলে ধনে মান্নে নিঃস্ব হয়েছি -
জোঁকের মত চুষেছে তব আত্মীয় স্বজন।
তবু স্বপ্ন এক চিলতে শুধু ভালোবাসা -
একটি বাসর এক চিলতে সম্বাদর আর
নব প্রজন্ম সৃষ্টি ও সুরক্ষার আঁতুড় ঘর
শাট জন্মের শত্রু প্রেম আমার রাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষত বিক্ষত অভিমান্নী হৃদয় শেষ বেলায়
হায় প্রেম যেন এক বিপন্ন বিস্ময় দুঃসময়
সব শেষে রোজ হুমকি চলে যাবে অপারে ?
যেতে আমি দিব না তোমায় এই অবেলায়
আমার অনেক প্রশ্ন আছে তোমার স্রষ্টায়।
শত জনম ধরে এমনি শুধুই জ্বালা যন্ত্রণা
উপহার দিয়ে যেও কিছুই বলব না তোমায়
তুমি বা আমি যেই আগে রেখ চেয়ার খানি
খুনসুটি প্রেম চুকলি মিথ্যা আর বেইমানি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে গেলেও ভুলিনা ওই মুখ
আমার সকল দুঃখ মালিকা খনিক প্রেম
আর আনন্দের ঘরে সন্তানের হাসি মুখ।

বসন্ত সেনা

ফাগুন ঝরা সে জোসনা তিথিতে যদি নিতেম জন্ম
পলাশ-বকুল-বিছান রাজেন্দ্র গেহ মন্দির মাঝে পুত্র
ফেলেদিতেম তলয়ার, ক্ষত্র সুত বহু রত্ন শোভিত সভা
দাসানুদাস হতেম চারু দত্ত সম বসন্ত সেনার কুটীরে।

হৃদয় কুঞ্জে অলি গুঞ্জনে মহুয়া মাতাল বসুন্ধরার মাঝে
তুলে নিতেম অসি চেয়ে বড় শক্তিশালী খাগের কলম।
হাজার হাজারপুকুর পাঁক আর সিন্ধু সেচ মুক্ত নিতাম
ঝিনুক খুঁজে খুঁজে, সাজিয়ে দিতাম সখের বাসর থানি।

মিনি সুতায় বিনি সুতায় গেঁথে মালা পরাতাম বধুযায়
আকাশের লাখ তারা জমিনে সবুজ খেতে উড়ে যেত
লক্ষ লক্ষ মন বলাকা সাগরের বালুকা তটে ভিড়ে যেত
সাত সমুদ্র তের নদীর পারের স্বপ্নে দেখা রাজ কন্যা।

তবু বলতাম বসন্তসেনা শুধু তুমি, শুধু তুমি আমার .
কেউ বলত চরিত্র হীন, কেউ বলত কবিরত্ন বলতাম
বসন্তসেনা আমি শুধু তোমায় খুব খুউব ভালোবাসি।
কসাইয়ের মত বকরীর বাঁটে বাঁটে কত খুঁজে খুঁজে

মানুষ পায়না দুধের মত খাঁটি কোন সতীর তনয়া
ময়না তদন্ত করার সার্জেন্ট মত খুঁজে দেখি সব অসৎ
ঝাঁপিয়ে পড়ি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাশ্চর্যে দেহে
পৃথিবী ছেয়ে যায় কোটি কোটি অসতের ভিড়েতে।

চাই না খুঁজিতে আর কুমারীর সতীচ্ছদ গৃহী সতীত্ব
বরং ঢের ভালো বসন্ত সেনা অন্তত মনে প্রাণে সতী
দেহ লয় যমরাজ, দেহ খায় হানা নেকড়ের দল
সতী অসতীর ধোলাই মালাই খেয়ে মিছে কোলাহল।

হায় রাজা লিখেছি অমর কাব্য সুবর্ণ লেখনই ভাষা
মিছে স্তুতি কিম্বা করিনি আত্মপ্রচাবের গ্লানি ময়
ধন্য কর কবিবরে যথা যোগ্য দিয়ে মান গুয়া পান
এযুগের লাখ লাখ বসন্ত সেনাকে দাও যথাযথ সম্মান।

পাগল প্রেমীর কথা

হেস্কে হেস্কে কত কাম ফস্কে গেল তা যদি জানতিস ভাই আর কতিস না কেন আমি আর লড়টি চাচ্চি নে। শোন আমি আজ একটা গল্প বলি তোরে হাবিব ভাই। সেই সময় আমার বয়স ছেল বিশ বাইশ। ভালোবেস্তেম চুনি লালের বুন রেখা কে। ওরে ভাই সে কি ঠ্যালা। খেতি পেত না চুনিরা।আব্বুর ধান চাল লে খাইয়ে পরিয়ে ওদের পাশ করালাম বিএ, এম এ সব। নিজে লেখা পড়া ছেরে দেলাম। রেখা চাকরি পেল। তহন ত্যাল বেরগে গেল। ইয়ের ভাই গেরুয়া ওয়ালা একটা এসগে বে করতি চেইল। অমনি হাতির পাঁচ পা দেখে ফেলল চুনির বাপ মা। রেখাও কেমন কেমন বদলে যেতি লাগল।আমি ছেরগে দেব কেন ? বললাম রেখা আমার বে না করলি আমি রেখার গুষ্টি শুদ্ধ মেরগে কেটে ফাসিতি লটকে যাব। তাও কত ধেনাই পেনাই হাতা হাতি লরগে বী করিচি। এখন রেখা বিবি পাঁচ বাচ্চার মা হয়ে গেল। তুই কতিচিস পাকিস্তান করগে মুচলমান লোক ভুল করিচে - ঠিক কইচিস। মুচলমানদের মাথা মোটা বুদ্ধি কম। বিবির ভাইরা বুঝতি চাইল না যে এদেশ পুরোটা মুচলিমদের রাজত্ব ছেল। হাফ ডিমের যেমন টেস্ট নেই। তেমন হাফ দেশ শান্তি নেই। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ জোড়া লাগালি সব সমস্যা মিটকে যাবে। অখণ্ড দেশ পেরেম চেইল না কোন দেশ নেতা। সুবাস বসু বেচে থাকলি দেশ এরাম হত না। হিন্দু-মুচলমান বিইভেদ হত না। হেলাল উদ্দিন কাঙ্গাল হতি পারে ভাই মনে রেখো এই কাঙ্গাল ভাইদেশ পেরেমি। হেস্কে হেস্কে গাঁধি আর নেহরু দেশ টারে ফস্কে দিল। তুই আমারে আর পরদেশ রাজনীতিক হতি বলিস না। আমি চাই ছেনত্রল দলে রাজ নীতি করতি - হম দেশ পেরেম এক্তা থাকতি হবে।

লাবণ্য

লাবণ্য যতদূর জানি তব চোখে চিলের কান্না, অনন্ত হিংস্র শিকারের নখর
চঞ্চুরোষ একটু সুখাদ্য একটু সুবেশ তাতেই সকল উচ্চাকাঙ্খার সেরা উন্মাদনা,
অধঃপতন। নারীপুরুষের সম্মিলিত ক্রোঞ্চ মিথুন মুখ দুখ নিরন্তর ভালবাসা
সেই মর্ত্যপ্রেম।
অগত্যা প্যাঁচার মত ডানা ঝেড়ে কর্কশ স্বরে তাল গাছের কোটরে কাঁদি।
বিষ খেয়ে মরে গেছে ক্ষেতে ক্ষেতে হাজার হাজার নেউল ইঁদুর,
কাস্তে চেরা চাঁদ জোছনায় গোয়েন্দার মত চিনিয়ে দেয় সভ্যতার ফসিল।
বিষ বাষ্প সেবন করে বেঁচে যায় কতগাছ কত মানুষ, রাতের কত নক্ষত্র
আকাশের রুপোলীতে দেখা যায় নীলাভ সবুজ নাগিনীর নায়িকা রূপে নাচ
রুপোলী মৌরলা মাছ নালতে শাক, কাঁঠাল বীচি, খড়ের ঘরে বর্ষায় খাবার।
জীবনানন্দ, তুমি চিনতে পারবে না লাবণ্য। অনন্ত ভোগ বাসনা লিপ্ত লাবণ্য
জীবন বোধ আর জীবনানন্দ প্রোটিন আর হরমোনের উষ্ণ আস্বাদন নয় - সুখ
নিরন্তর ভালোবাসার ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে গাছ ফুল তারা নদী পাখি ধরিত্রী -
আকাশ অনন্ত নয় এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ,হার আর জিতের মিছে আস্ফালন।
আহাম্মক; বলি প্রদত্ব ছাগ শিশুর মত,কচি ঘাস মুখে চর্বণ এক প্রহসনময়
মাস্তান, টাকা, যৌবন, প্রতারণা, সবই প্রতারক কে কাকে ঠকায় - লাবণ্য ?
বুকের ক্ষয় রোগ চোখের ঝাপসা দৃষ্টি, মান-অভিমান, রোমান্স, অভিসার সব
সেই সাথে স্বীয়া আর পরকীয়া - সব ক্ষণিক হিংস্র নেকড়ের ক্ষুধা নিবারণ মাত্র
জেনে বুঝে ক্রঞ্চ মিথুন মুখ, সন্তান ,সংসার, তবুও তা চাই মানবিক তাহাই -
জীবনানন্দ। আর মানুষের চামড়া যখন গির অরণ্যের হায়নার চামড়া হয়
তাইই দুখ, খনিক সুখ, খনিক উজালা, খনিক লাবণ্য, রক্ত চোষা মশকের মৃত্যু
যেন নেমে আসে প্রাণে প্রাণে জঘন সুখ, খাদ্য, সুবেশ সৎ অসতের কঠিন প্রশ্ন
মুখে চোখে বকের সারল্য ই জীবন ঈগলের লোভ হিংস্রতা শুধু হেরে যাওয়া
যতদুর জানি লাবণ্য - সাথে থাকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে শুধুই জীবনানন্দ।
কেউ কিছু নিয়ে আসিনি, নগ্ন এসেছি নগ্ন চলে যাব, স্বর্গ মর্ত্য এখানেই লাবণ্য।

অ যোধ

ভোগ ছেড়ে ত্যাগ সুধাময় কল্প রাস্তায় যেতে চেয়েছিনু একবার পা ফস্কে
স্ফটিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে দুই নয়নে নক্ষত্রের আলর নিশানা লোভনীয়।
লক্ষী প্যাঁচার মত সন্ধ্যার হিজল দহের কাল জলে কিম্বা ঘসের বনে বনে
রাশি রাশি বেলপাতা তিল তুলসী গব্য ঘৃত আর কদলী ছাড়া জোটে নাই।
কাঙ্খিত প্রাল কান্তা, ধরণী ত্রাতা কামিনী কাঞ্চন প্রিয়তমা শ্রীরাধারানী
কাস্তে চাঁদ, শিরিশ ডালের ফাঁক হতে, পাখিদের দেয় ডানার নিশানায় -

অদ্ভুত আঁধার নামে আমার প্রতি হাড় আর পাঁজবের সকল ঠিকানায়।
আমার সেই সময় স্বপ্ন নামে যা গঙ্গা ফড়িংদের মত ফিকে সবুজাভ
নিভে গেছে, আজ যদিও সে সোনার স্বপ্ন যৌবন মধু চিলের ঠোক্করে।
আম্মান জমিন বেহস্ত দোজখ সব শূন্যময় যাযাবরী শুধুই ঘাসে ঘাসে
কপূরের মত ক্ষণিক আয়ুর রামধনু স্পরশের অক্লান্ত মিছে আয়োজন ।
ভগবান তথা আল্লাহ আছে কিনা জানিনা স্বপ্নময় মহাজগতের কোথাও খোদা
আর রাধা দুইই তো চরাচরে স্বপ্ন আর বোধ অমীমাংসিত স্থান।